খেলাপি ঋণের সংস্কৃতি বাড়ছে

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেছেন, ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের সংস্কৃতি বাড়ছে। একই সঙ্গে কমে যাচ্ছে কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। এমন পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়ন ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। গতকাল রোববার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টে (বিআইবিএম) গবেষক ও ব্যাংকারদের নিয়ে দু'দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) ও অস্ট্রেলিয়ান একাডেমি অব বিজনেস অ্যান্ড সোস্যাল সায়েন্সের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির। সভাপতিত্ব করেন বিআইবিএমের মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী। প্রথম দিন ১২টি সেশনে মোট ৬৪টি পেপার উপস্থাপনের কথা থাকলেও অনেক বক্তা অনুপস্থিত ছিলেন।

বিআইবিএমের সম্মেলনে ফরাসউদ্দিন

গভর্নর বলেন, আর্থিক খাতের গবেষক ও নীতিনির্ধারকদের একটি প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে এ আয়োজন। তিনি বলেন, খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি কমিয়ে আনতে ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজটি নিবিড় তদারকির মধ্যে রেখেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ফরাসউদ্দিন বলেন, ব্যাংকগুলো এখন গ্রাহকের চাহিদামাফিক বৈচিত্র্যময় আর্থিক সেবা দিচ্ছে। ফলে ব্যাংকিং ঝুঁকির প্রকৃতি ও মাত্রা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সদা পরিবর্তনশীল এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হলে ব্যাংকগুলোকে অবশ্যই গবেষণার ওপর জোর দিতে হবে।

সম্মেলনে ব্যাংক, পুঁজিবাজার ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিষয়ক একটি সেশন পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর ড. খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ। তিনি বলেন, শেয়ারবাজারের প্রতি মানুষের আস্থা নেই। এর মূল কারণ বিএসইসিতে যারা কাজ করেন তাদের একটি অংশ শেয়ার ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। এ ছাড়া যেভাবে ও যাদের নিয়ে বিএসইসি পুনর্গঠন করার কথা তা করা যায়নি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ইয়াসিন আলী বলেন, আইনে আছে ৫০ কোটি টাকার বেশি মূলধন হলেই পুঁজিবাজারে যেতে হবে। তবে তার বাস্তবায়ন নেই। এসব নিয়ে আর্থিক খাতের কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। আইডিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ খান বলেন, মিউচুয়াল ফান্ডের উন্নতি করতে হলে তহবিল ব্যবস্থাপকদের স্বচ্ছতা বাড়তে হবে। বিনিয়োগকারীর টাকা কোন খাতে ব্যয় হচ্ছে তার তথ্য প্রকাশ করতে হবে। অপর এক সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী বলেন, সুদহার কমাতে ব্যাংকারদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে। একই সঙ্গে উদ্যোক্তাদেরও যথাসময়ে ব্যাংকের টাকা পরিশোধের মানসিকতা থাকতে হবে।